॥ বি.এ. সেম : ৪ ॥

কোর্স : CC 4.2

বিষয় : ছোটগল্প

## ■ অবতরণিকা / নরেন্দ্রনাথ মিত্র

- দেশভাগের পর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা চেনা সম্পর্ক-বিন্যাসকে কীভাবে অচেনা করে তোলে – গল্পে তার চিত্রণ।
- সুব্রত তার পৌরুষের অহং দিয়ে কীভাবে গল্প জুড়ে আরতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, আরতির প্রতিক্রিয়াই বা কী।
- জাগ্রত হচ্ছে আরতির অহং।
- হিমাংশু মুখার্জী এবং এডিথের কাহিনীসূত্রে আরতি খুঁজে পাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা, স্বক্ষেত্র। সুব্রতর অন্তিম প্রতিক্রিয়া কীভাবে উন্মোচিত করছে আত্মসর্বস্ব সঙ্কুচিত মন – গল্পে তারই অন্বেষণ।
- গল্পনামের যাথার্থ্য।

** অবশ্যই দেখতে হবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' চলচ্চিত্র। গল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্রায়িত।

*** গল্প নির্ভর একটি আলোচনা সংযোজিত হল। গ্রন্থনাম : 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক', শ্রাবণী পাল সম্পাদিত।

---

## ■ ডাঁয়েন / মহাশ্বেতা দেবী

- মানুষের অন্ধ সংস্কার মানুষকে কখনো 'দেবী', কখনো 'ডাইনী' কখনো 'ডাঁয়েন' বানায়। আর সংস্কারের জোরও এমন যে তারাও বিশ্বাস করে নেয়, তারা দেবী বা ডাইনী বা ডাঁয়েন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চণ্ডী, তেমনই এক ডাঁয়েন। তার স্বামী ছিল, ছেলে ছিল, ভালোবাসা ছিল — স্বাভাবিক যাপন ছিল। তারই মধ্যে আকস্মিক কয়েকটা ঘটনা তাকে চিহ্নিত করে দিল 'ডাঁয়েন' বলে। আর সংস্কার বশে গোটা গ্রাম, তার পরিবার তাকে বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করল। সেই থেকে ঠাঁই তার গ্রামের সীমানায়। সপ্তাহান্তে স্বামীর পাঠানো চাল-ডাল-আলুর সিধে নিয়েই তার যাপন। স্বামীকে, ছেলেকে সে দেখতে চায়। ভয় পায়, যদি কোনো ক্ষতি হয় তাদের!
- মা যদি ডাঁয়েনই হয়, তাহলে কেমন হতে পারে, মা-হারা সেই ছেলের জীবন? — আর মা-ও তার বুকভরা স্নেহ নিয়ে অনিবার্য সতর্কতায় এড়িয়ে চলে ছেলেকে, পাছে তার অমঙ্গল হয়!
- 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনীকে মরে প্রমাণ করতে হয়েছিল, সে মরেনি। দয়াময়ী আত্মোৎসর্জনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে 'দেবী' নয়। আর চণ্ডী ডাঁয়েন ছুটে আসা একটা ট্রেনের সমস্ত যাত্রীকে খোলা ফিসপ্লেটের ভয়াবহতা থেকে বাঁচাতে চেয়ে রেল লাইনের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে রেলে কাটা পড়ে, নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে অমর অজর ডাঁয়েন নয়।
- প্রাপ্তি এইটুকুই, চণ্ডী যখন মরণোত্তর পুরস্কার পায় ঐ ট্রেন যাত্রীর প্রাণরক্ষার জন্য, তখন তার ছেলেটি মাতৃত্বের স্বীকৃতি দেয় মা-কে।

[ গল্পটি বোঝার জন্য অবশ্যপাঠ্য * 'দেবী' - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
'ডাইনী' — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়